সংবাদ

তারিখ 0 3 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

শিক্ষকের যৌন নিপীড়ন

যৌন নিপীড়নের দায়ে অভিযুক্ত একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে শাস্তি দেয়া হলো। কিন্তু শাস্তির মাত্রাটি যথার্থ হলো কি না সে বিষয়ে অনেকের মনেই প্রশ্নও থেকে গেল। ঘটনাটি হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফা আড়াই-তিন মাস আগে বিভাগেরই এক ছাত্রীর সঙ্গে যৌন নিপীড়নমূলক আচরণ করেছেন–এমন একটি অভিযোগের তদন্ত শেষে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করেছে।

গত বছরের ১৬ নভেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথমবর্ষের এক ছাত্রী ড. গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উত্থাপন করে। এ অভিযোগ উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিষয়টির সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য একটি 'সত্যাসত্য যাচাই কমিটি' গঠন করে বিচারের নিমিত্তে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করে। ৯ ডিসেম্বর এ কমিটি গঠনের কথা শুনে বিভাগের আরও ৯ জন ছাত্রী কমিটির কাছে ড. গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করে।

তদন্ত শেষে ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ২৬২তম সিন্ডিকেট মিটিংয়ে অভিযুক্ত শিক্ষক ড. গোলাম মোস্তফাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা হয়। এর আগে গত বছরের ২৩ ডিসেম্বর একটি জরুরি সিন্ডিকেট সভায় ওই শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

যৌন নিপীড়নের জন্য একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করে শাস্তি দেয়া হলো, সেটা ঠিক আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষেই যদি ঘটনাটা যৌন নিপীড়নের হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য শাস্তিটা পরিমাণের দিক থেকে কিছুটা কম হয়ে গেল কি না সেটা চিন্তা করে দেখার অবকাশ আছে। কয়েক বছর আগে এ রকমের আরও একটি ঘটনা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত হয়েছিল এবং সে ক্ষেত্রেও শাস্তির পরিমাণটি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সংশ্লিষ্ট সবার মনে।

আসলে এ রকমের ঘটনায় শাস্তিটা পরিমাণের দিক থেকে আরও বেশি হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। যৌন নিপীড়নের ঘটনাটি শিক্ষকের জন্য শুধু পেশাগত অসদাচরণ নয়, রীতিমতো ফৌজদারি অপরাধ। সেজন্য যৌন নিপীড়নের জন্য সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তকে ক্রিমিনাল কেসের মুখোমুখি করাই উচিত।

অন্যদিকে বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের জন্য শুধু কোন একটি একক ঘটনার শাস্তি বিধান করাটাই যথেষ্ট নয়। এ রকম ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশেরও সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনীয় সচেতনতা, সতর্কতা, শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থাদির কঠোর প্রয়োগের পাশাপাশি সভ্য সমাজের মূল্যবোধগুলো আয়ত্তের ওপরও জোর দিতে হবে।

সন্দেহ নেই, যৌনতা যেমন মানুষের আদি প্রবৃত্তি, তেমনি যৌন নিপীড়নও মানুষের আদি কুপ্রবৃত্তিগুলোর একটি, যা মানুষের সভ্যতাকে নিতান্তই আহত করে। আবার সভ্যতা মানুষকে এ কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করারও প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

ছাত্রীর বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের জন্য অভিযুক্ত শিক্ষকের শাস্তিটা ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে শক্ত হাতেই দেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি।